ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL
A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

WORKSHEET – 2020

Sub: Bengali(study material) **Class: XI** **Date: 25.06.2020**

কবিতা- নুন
কবি-জয় গোস্বামী
মূল কাব্যগ্রন্থ-ভুতুমভগবান

<u>কবি পরিচিতিঃ</u> আধুনিক কবি সমাজে অগ্রগন্য নাম হল কবি জয় গোস্বামীর। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম।শৈশব কেটেছে দারিদ্র্য) কষ্টের মধ্যে।তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল---পাগলী তোমার সঙ্গে, ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা,গোল্লা,বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি খাতা ইত্যাদি।পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার,সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।তার নিজস্ব রচনা শৈলির জন্য তিনি হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তী কবি।

<u>বিষয়বস্তুঃ-</u> এক নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নুন' কবিতায়।কবিতার নামকরণের মধ্যেও তার একটা আভাস ফুটে উঠেছে।কবিতায় দেখা যায় দুভাই এর সংসার এর হতদরিদ্র চেহারাটি।এই দুভাই আসলে আর কেউ নয়, কবি জানিয়েছেন 'বাপ-ব্যাটা'কবিতার প্রথমেই কথক জানিয়েছেন তার অল্পে বা অতি সামান্য তেই খুশি।দুঃখ তাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের কাছে বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।এইভাবে হেসে-খেলে,অসুখে এবং ধারদেনাতেই অতিবাহিত হয় তাদের প্রাত্যহিক জীবন।এই জীবনে ঘটে না প্রত্যেকদিন থলি ভর্তি করে বাজার করে আনার স্বাচ্ছন্দ্য,বরং বাজার না হওয়াটই স্বাভাবিক তাদের কাছে।কিন্তু যেদিন বাজার করে সেদিন হয় 'মাত্রাছাড়া'।আর এই 'মাত্রাছাড়া' বাজার আর কিছুই নয়,বাজার থেকে কিনে আনা গোলাপচারা।দারিদ্র্যের মধ্যেও এই মানুষগুলি যে তাদের সৌন্দর্য-এর প্রতি আস্থা কে বজায় রখেছে তা আমাদের নিঃসন্দেহে বিস্মিত করে তোলে।কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকে যায়।এই অভাব-অনটনের মধ্যে গোলাপ চারা পোঁতা বা সৌন্দর্যের প্রতি এই আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়।

সমগ্র কবিতা জুরেই এক ধরনের মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়ার কথা ছিলাছিল না কোন প্রশ্ন বা দাবী দাওয়া।কবিতার একদম শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় এই ভাবনার চরিত্র বদল করেছে।বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা ভাতে যখন সামান্য নুনটুকুও পাওয়া যায় না তখন বাবা-ছেলে চিৎকারে সারা পাড়া মাথায় করে।এ যেন জোর করে জানান দিতে চাওয়া সেই সব মানুষদের কাছে,যারা এই হতদরিদ্র মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকায় না।কথক জানিয়েছেন তাদের এই চিৎকারে আসলে কারোর কিছুই এসে যায় না।কথক তাই কবিতার শেষ পর্যায়ে একটা দাবী জানিয়েছেন–ঠাণ্ডা ভাতে নুনের দাবী।

<u>সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ-</u>

১। <u>"আমাদের দিন চলে যায় সাধারন ভাতকাপড়ে"---বলতে কি বোঝানো হয়েছে?</u>

এক নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নুন' কবিতায়।কবিতার নামকরণের মধ্যেও তার একটা আভাস ফুটে উঠেছে।কবিতায় দেখা যায় দুভাই এর সংসার এর হতদরিদ্র চেহারাটি।এই দুভাই আসলে আর কেউ নয়, কবি জানিয়েছেন 'বাপ-ব্যাটা'।কবিতার প্রথমেই কথক জানিয়েছেন তার অল্পে বা অতি সামান্য তেই খুশি।দুঃখ তাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের কাছে বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।এইভাবে হেসে-খেলে,অসুখে এবং ধারদেনাতেই অতিবাহিত হয় তাদের প্রাত্যহিক জীবন।

২। <u>"সব দিন হয় না বাজার; হলে হয় মাত্রাছাড়া"---এই মাত্রাছাড়া বাজারটির বর্ণনা দাওঃ</u>

হেসে-খেলে,অসুখে এবং ধারদেনাতেই অতিবাহিত হয় তাদের প্রাত্যহিক জীবন।এই জীবনে ঘটে না প্রত্যেকদিন থলি ভর্তি করে বাজার করে আনার স্বাচ্ছন্দ্য,বরং বাজার না হওয়াটই স্বাভাবিক তাদের কাছে।কিন্তু যেদিন বাজার করে সেদিন হয় 'মাত্রাছাড়া'।আর এই 'মাত্রাছাড়া' বাজার আর কিছুই নয়,বাজার থেকে কিনে আনা গোলাপচারা।দারিদ্র্যের মধ্যেও এই মানুষগুলি যে তাদের সৌন্দর্য-এর প্রতি আস্থা কে বজায় রখেছে তা আমাদের নিঃসন্দেহে বিস্মিত করে তোলে।কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকে যায়।এই অভাব-অনটনের মধ্যে গোলাপ চারা পোঁতা বা সৌন্দর্যের প্রতি এই আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়।

শিক্ষক/শিক্ষিকা-অর্পিতা চন্দ্র